Living the Lotus

Buddhism in Everyday Life

9
2024
VOL. 228

Members in the US, and from Japan, Join the 2024 Nisei Week Grand Parade in Los Angeles, August 11

Photo: Richard Kano

Living the Lotus
Vol. 228 (September 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা〜দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মনোজমিনের চাষ ও বুদ্ধাত্মার উৎকর্ষ সাধন

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

ব্রাহ্মণের সাথে বুদ্ধের কথোপকথন

অত্রসংস্থার ৬০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের বছর ১৯৯৬ সালে, আমি কোসেই পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইয়াকুশিন' ম্যাগাজিনে নিম্নলিখিত লেখাটি লিখেছিলাম।

'আমি ছোটবেলায়, কৃষিকাজে সাহায্য করতাম। দেখেছি, চাষ করা মাটি এবং অনাবাদি মাটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অনাবাদি মাটি শক্ত থাকে এবং কোনো কিছুই সহজে গ্রহণ করে না, কিন্তু ভালোভাবে চাষ করা মাটি নরম হয় এবং প্রচুর পরিমাণ পানি ও সার শোষণ করে। একইভাবে, উত্তমরূপে চাষ করা মন সদাই নমনীয় থাকে, এবং কোনো আসক্তি থাকে না, যেকোনো কিছু সহজে গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে, আমি প্রত্যেক ব্যক্তির "মনোজমিনের চাষ" করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়েছিলাম। যেমনটি আমি আগেও বহুবার বলেছি, এটি সূত্রনিপাতে বর্ণিত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত একটি গাথা।

এখানে, পুণরায় এর মূল বিষয়বস্তুটি তুলে ধরার আশা রাখি।

শস্যক্ষেত্র চাষের প্রস্তুতি এবং কৃষি কাজে সাহায্যকারীদের খাদ্য বিতরণে রত ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের দ্বারে পিণ্ডাচরন করতে আসা শাক্যমুনি বুদ্ধকে দেখে অত্যন্ত কড়া সুরে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, ''তুমিও জমি চাষ করে এবং বীজ বপন করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করলে কেমন হয়?'' তখন, বুদ্ধ শান্তভাবে বললেন, ''আমিও লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করে শস্য বপন করি, এবং তার ফল অতি উৎকৃষ্ট''।

তখনও সন্দেহে থাকা ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে গাথা সহকারে বুদ্ধ আরো বললেন-

শ্রদ্ধা হলো আমার বীজ, তপস্যা হলো বৃষ্টি।
প্রজ্ঞা হলো আমার লাঙ্গল-জোয়াল, লজ্জা হলো ঈশ।
মনটি হলো বাঁধার দড়ি, আত্মদর্শন হলো লাঙ্গলের ফলা ও শুল।
কায় ও বাক্যকে সংযত হওয়া, মিতাহারি হওয়া, অতিরিক্ত ভোজন না করা, এবং সত্যকে রক্ষা করাই হলো আমার আগাছা উৎপাটন।
বিনয় হলো বলদের কাঁদ থেকে জোয়াল ছাড়িয়ে নেয়া।

প্রচেষ্টা হলো ভারবাহী বলদ, যা শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যায়।
পিছপা না হয়ে এগিয়ে গেলে, গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই।
এইভাবে চাষাবাদ করলে অমরত্বের ফল লাভ করা যায়।
এইভাবে চাষ করার মাধ্যমে, নানা প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
("মনোজমিনের চাষ" নিচিকো নিওয়ানো, কোসেই পাবলিকেশন।)

শ্লোকের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের জীবদ্দশায় তৎকালীন ভারত ও অন্যান্য স্থানে এইভাবে চাষ করা হতো। অতীতে, এমনকি জাপানেও, গবাদি পশুদের দিয়ে লাঙ্গল টানিয়ে চাষের জমি কর্ষণ করা হতো, লাঙ্গলই ছিল চাষের প্রধান উপকরণ। বুদ্ধ, চাষের (হৃদয়) ক্ষেত্র যে লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করা হয়, তাকে প্রজ্ঞার সাথে তুলনা করেন। গরু কিংবা ঘোড়ার শক্তি লাঙ্গলে সঞ্চারিত হয়ে পর্যাপ্তভাবে যেন লাঙ্গল কাজ করে তারজন্য, গরু কিংবা ঘোড়ার সাথে সংযুক্তকারী জোয়াল ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। শ্লোকের আলোকে "লজ্জা হলো ঈশ" তাই লজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরে আত্মদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম এর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে

"শাক্যমুনি বুদ্ধ, এখানে বিশেষ করে কৃষিকাজ করতে থাকা মানুষদের উদ্দেশ্যে, উপযুক্ত উপায়-কৌশল ব্যবহার করে সহজবোধ্যভাবে বললেন, কৃষিক্ষেত্র আবাদ করার মতো একইভাবে হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন করে, লালন-পালন করে, ফল লাভ করা গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ পণ্ডিত মাসুতানি ফুমিও মহোদয়, এই শ্লোকটিকে চমৎকারভাবে শ্রোতাদের উপযোগী ভাষণ বলে প্রশংসা করে বলেন, এখানে "বৌদ্ধধর্মের সামগ্রীক চিত্র এবং এর সারমর্ম সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে"। ধর্মবিশ্বাসের বীজ আমাদের হৃদয়ের মাটিতে বপন করতে পারলে, কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই আমরা শান্তির অবস্থানে পৌঁছাতে পারবো, এমনকি "সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পাব"। তদুপরি, এর উপায় সহ, শান্তিকামি সকল মানুষের কামনা এই ছোট শ্লোকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক মানুষ, তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার মনোবল লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে অনুমান করা যায়।

তবে, কেবল একবার মনের চাষ করে সকল কষ্ট থেকে মুক্তি পাব বলে আমার মনে হয় না। বারবার মনোজমিনের আবাদ করে, প্রতিবার নিজের বুদ্ধ প্রকৃতিকে জাগরিত করার চেষ্টা করে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ, এটাই সরাসরি মানসিক শান্তির সাথে যুক্ত নয় কি? সেই অর্থে, এই বুদ্ধ প্রকৃতির উপলব্ধি সম্পর্কেও এখন থেকে গভীরভাবে চিন্তা করার আশা রাখি।

'কোসেই' সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং।

কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বৌদ্ধ ধর্মীয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিন

বৌদ্ধধর্মে, নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। রিস্‌সো কোসেই-কাই এর মূল মন্দিরসহ সকল শাখা সমূহেও অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয়।

৮ এপ্রিল = বুদ্ধের জন্মদিন

৮ ডিসেম্বর = বুদ্ধত্বলাভ দিবস

১৫ ফেব্রুয়ারী = মহাপরিনির্বাণ দিবস

এই দিবসগুলিকে, সত্য-ধর্মের শিক্ষা প্রচারের জন্য শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ধর্ম অনুশীলন করে, অসংখ্য মানুষের কল্যাণে কাজ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন বলা হয়।

বুদ্ধত্ব লাভ (৮ ডিসেম্বর)

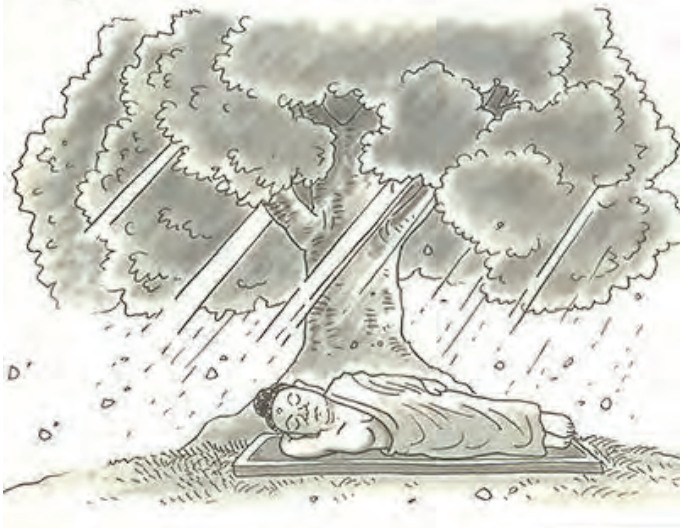

মহাপরিনির্বাণ (১৫ ফেব্রুয়ারী)

জন্মোৎসব (৮ এপ্রিল)

পাদটিকা

জন্মদিনের উৎসবে নানান ফুলে সজ্জিত আসনে বুদ্ধের মূর্তি সাজিয়ে সুগন্ধি জল ঢেলে বুদ্ধমূর্তি ধৌত করা হয়। কথিত আছে, শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, জন্মের সেই শুভক্ষণে একটি ড্রাগন স্বর্গ থেকে নেমে আসে এবং শিশু বুদ্ধের উপর সুগন্ধি জল ঢেলে দিয়েছিল।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

নববর্ষের সময় বুদ্ধের সান্নিধ্যে যাওয়া

জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ হলো, নতুন বছরকে বরণ করার আনন্দ ও এক বছরের সুখ-শান্তি কামনার দিন।

রিস্‌সো কোসেই-কাইয়েও সকালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। সদর দপ্তরে অবস্থিত মূল মন্দির ও শাখা সমূহে গিয়ে নববর্ষ উদযাপণ করা হয়।

বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, একটি নতুন বছরের শুরুকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। এই প্রতিজ্ঞাকে "সংকল্প" বলা হয়।

লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ, বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করার মাধ্যমে, মনে এক দারুণ প্রশান্তি অনুভূত হয়।

পাদটিকা

"সংকল্প" এর অর্থ হলো, অবিচল বিশ্বাস রাখা এবং অন্তরে কোনো বিভ্রান্তি না রাখা। হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, এই কথাটি রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে বেশ প্রচলিত বাক্য। নববর্ষের দিনে সংকল্পবদ্ধ হয়ে একটি বছর অবিবাহিত করা যাক।

বুদ্ধের সাথে গভীর বন্ধন

বুদ্ধের সাথে বন্ধন থাকা সম্পর্কে সচেতন হলে

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এইভাবে, বুদ্ধের সাথে মূল্যবান "বন্ধন" উপলব্ধি করতে পারলে, স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাত্রার পরিবর্তন হবে।

আমি তুষার প্রধান নিগাতার একটি পাহাড়ি গ্রামে বড় হয়েছি, কিন্তু ছোটবেলায় যখন বরফের উপর খেলে ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরতাম, দাদু আমাকে তাঁর জামার ভেতর ঢুকিয়ে জড়িয়ে ধরতেন এবং আমার শীতল শরীরকে উষ্ণ করতেন। দাদু সব সময় একটা কথা বলতেন,

"পরিবারের অর্থ উপার্জন যদি শুধু খাবার খাওয়ার জন্য হয়ে থাকে, তবে তা পোকামাকড়ের মতোই হবে। খাওয়াই যদি জীবন হয়, তবে পোকামাকড়ও তা করতে

পারে। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি বলেই, পরিবারের অন্তত একজন সদস্যকে সমাজে উপকারী মানুষ হয়ে গড়ে না উঠলে হবে না।"

সম্ভবত দাদুর এই কথাটি আমার তরুণ মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল, ছোটবেলা থেকে যখন আমি কাউকে সমস্যায় পড়তে দেখতাম, তখন চুপ থাকতে পারতাম না "তাদের কোনোভাবে সাহায্য করতে চাই" এভাবে ভাবতে শুরু করতাম। তারপরে, এমন শিক্ষার সন্ধান করি যাতে সকলকে সুখী করা যায়, অবশেষে আমি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের সন্ধান পেয়ে রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

আজকাল মানুষ বেশ স্বার্থপর এবং শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করে, সম্ভবত এর কারণ তারা পৃথিবীর কল্যাণে এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার আনন্দ কখনও অনুভব করেনি। অভাবী মানুষকে সাহায্য করা, দুশ্চিন্তায় থাকা মানুষকে পরামর্শ দেয়া এবং অন্য ব্যক্তির দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার আনন্দ সত্যিই পরিতৃপ্তিদায়ক। সেই অর্থে, মানুষকে খুশী করার কাজ করাই নিজেকে সুখী করার দ্রুততম উপায় বলা যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমরা যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আসি তাদেরও বুদ্ধের সাথে পূর্বজন্মের "বন্ধন" রয়েছে।

সামাজিক জীবনে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অন্যের মানবিকতাকে সম্মান করা জরুরি, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এটা করা খুব কঠিন। অতএব, "এই ব্যক্তিটি পূর্বজন্মে অসংখ্য বুদ্ধকে পূজা করা, মহান উদ্দেশ্য থাকা ব্যক্তি" যদি এভাবে দেখেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই অন্য ব্যক্তিকে সম্মান করতে সক্ষম হবেন।

অবশ্যই, এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা তাদের পূর্বজন্মে করা প্রতিজ্ঞা ভুলে, বুদ্ধের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে হয়তো। কিন্তু, আমরা এই ধরনের লোকদেরকে "বুদ্ধের সাথে বন্ধন" এর বিষয়টি স্মরণ করতে উৎসাহিত করতে পারি। এজন্য আমি, একজন অন্তত অন্য একজনকে মিচিবিকি (ধর্ম পথে অনুপ্রাণীত করা) করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

এইভাবে, যদি "নিজেও বুদ্ধ হতে পারবো এবং অন্য ব্যক্তিও বুদ্ধ হতে পারবে" এমন সম্পর্ক পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, তবে এই পৃথিবী যেমন আছে তেমন অবস্থায় শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সবাই এই কথাটি মনে রেখে আন্তরিকভাবে ধর্মানুশীলন করে, বুদ্ধের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর করবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

নিক্কিও নিওয়ানো বাণী সংগ্রহ-১ 『বোধি বীজকে জাগ্রত করা』 পৃ.৫৮-৬০

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

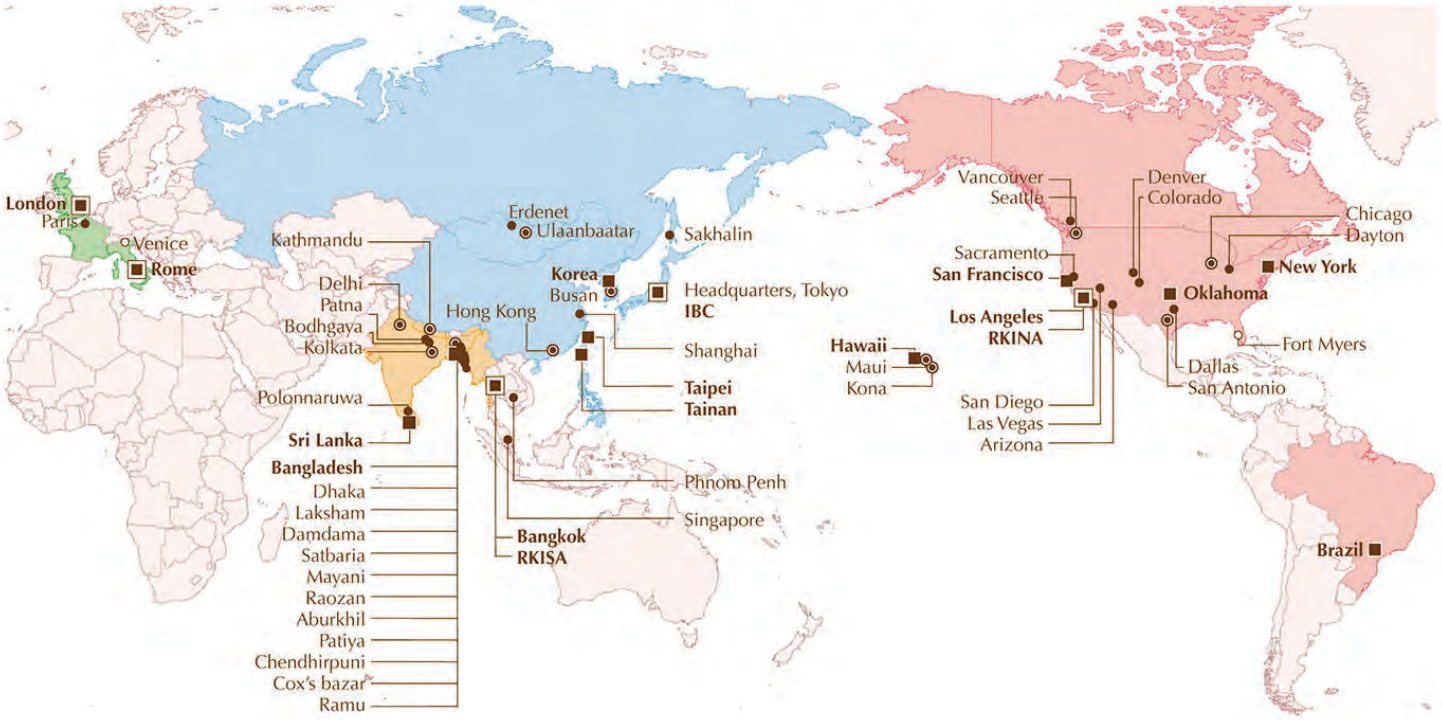

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp